<u>চিচিঙ্গা চাষের বিস্তারিত বিবরণী</u>

ফসল : চিচিঙ্গা

জাতের নাম : বারি চিচিঙ্গা-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬০-১৭০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : সারা দেশে চাষ করা যায়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

সারা দেশে চাষ করা যায়। প্রতি গাছে ৬৫-৭০ টি চিচিঙ্গা ধরে এবং গড় ওজন ১২০-১৩০ গ্রাম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১২ - ১৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফেব্রুয়ারি-জুন

ফসল তোলার সময় :

চারা গজানোর ৬০-৭০ দিন পর চিচিঙ্গার গাছ ফল দিতে থাকে। স্ত্রীফুলের পরাগায়নের ১০-১৩ দিনের মধ্যে ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয়। ফল আহরণ একবার শুরু হলে তা দুই আড়াই মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : চিচিঙ্গা

জাতের নাম : সুরমা এফ-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : লাল তীর

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০-১৪০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : আকর্ষণীয় হালকা সবুজ রংয়ের ফল এবং ফলের মধ্যে সাদা ডোরা কাটা দাগ থাকে।

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আকর্ষণীয় হালকা সবুজ রংয়ের ফল এবং ফলের মধ্যে সাদা ডোরা কাটা দাগ থাকে। লম্বা গড়ে ৩০-৩৫ সেমি এবং গড় ওজন ২৫০-৩০০ গ্রাম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১২০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১২ - ১৫ গ্রাম

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর

ফসল তোলার সময় :

৪০-৪৫ দিনের মধ্যে

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : চিচিঙ্গা

জাতের নাম : তিস্তা

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : লাল তীর

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০-১৪০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল সবুজ ও সাদা ডোরাকাঁটা যুক্ত এবং আকর্ষণীয়।

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

উচ্চ ফলনশীল ও রোগ সহনশীল জাত। প্রচুর ফল ধরে। ফল সবুজ ও সাদা ডোরাকাঁটা যুক্ত এবং আকর্ষণীয়। ৫০-৫৫ সেমি লম্বা এবং গড় ওজন ২৫০-৩০০ গ্রাম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ১০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১২ - ১৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর

ফসল তোলার সময় :

৪০-৪৫ দিনের মধ্যে

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : চিচিঙ্গা

পুষ্টিমান :

চিচিঙ্গা বাংলাদেশের সকলের নিকট প্রিয় অন্যতম প্রধান গ্রীষ্মকালীন সবজি। এর অনেক ঔষধী গুণ আছে। চিচিঙ্গার ১০০ ভাগ ভক্ষণযোগ্য অংশে ৯৫ ভাগ পানি, ৩.২-৩.৭ গ্রাম শর্করা, ০.৪-০.৭ গ্রাম আমিষ, ৩৫-৪০ মিঃগ্রাঃ ক্যালসিয়াম, ০.৫-০.৭ মিঃগ্রাঃ লৌহ এবং ৫-৮ মিঃগ্রাঃ খাদ্যপ্রাণ সি আছে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ফসল : চিচিঙ্গা

বর্ণনা : বীজতলার প্রয়োজন নেই।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

বীজতলার প্রয়োজন নেই।

ভাল বীজ নির্বাচন :

দুটি জাতের মধ্যে ২০০ মি. দূরত্ব বজায় রাখুন। বীজ উৎপাদনের জন্য লাইন থেকে লাইন ১৫ ইঞ্চি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৮-৯ ইঞ্চি। রোগ-পোকা দমনের জন্য প্রয়োজনীয় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : বীজতলার প্রয়োজন নেই।

বীজতলা পরিচর্চা : বীজতলার প্রয়োজন নেই।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : চিচিঙ্গা

চাষপদ্ধতি :

চাষের জন্য প্রথমে সম্পূর্ণ জমি ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে প্রস্তুত করে নিতে হয় যাতে শিকড় সহজেই ছড়াতে পারে। জমি বড় হলে নির্দিষ্ট দূরত্বে নালা কেটে লম্বায় কয়েক ভাগে ভাগ করে নিতে হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ,সেপ্টেম্বর,২০১৭।

ফসল : চিচিঙ্গা

মৃত্তিকা :

সাধারণত লোনা মাটি ছাড়া সব ধরণের মাটিতে চিচিঙ্গা হয় তবে উঁচু, উর্বর দোঁয়াশ মাটি উত্তম।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	শতক প্রতি সার
কম্পোস্ট	৮০ কেজি
ইউরিয়া	৭০০ গ্রাম
টিএসপি	৭০০ গ্রাম
পটাশ	৬০০ গ্রাম
জিপসাম	৪০০ গ্রাম

সার প্রয়োগ পদ্ধতিঃ

২০ কেজি গোবর, অর্ধেক টিএসপি ও ২০০ গ্রাম পটাশ, সমুদয় জিপসাম, দস্তা, বোরণ জমি তৈরির সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট গোবর (মাদা প্রতি ৫ কেজি), টিএসপি (মাদা প্রতি ৩০ গ্রাম), ২০০ গ্রাম পটাশ (মাদা প্রতি ২০ গ্রাম), সমুদয় ম্যাগনেসিয়াম (মাদা প্রতি ৫ গ্রাম) চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর ১ম বার ২০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ২০০ গ্রাম পটাশ (মাদা প্রতি ১৫ গ্রাম), ৩০-৩৫ দিন পর ২য় বার, ৫০-৫৫ দিন পর ৩য় বার ২০০ গ্রাম করে ইউরিয়া (মাদা প্রতি ১৫ গ্রাম) প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর ১০০ গ্রাম ইউরিয়া (মাদা প্রতি ১৫ গ্রাম) প্রয়োগ করতে হবে।

মাদায় চারা রোপণের পূর্বে সার দেয়ার পর পানি দিয়ে মাদার মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। অতঃপর মাটিতে জো এলে ৭-১০ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

অনলাইন সারসুপারিশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর,২০১৭।

ফসল : চিচিঙ্গা

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

চিচিঙ্গা গ্রীষ্মকালে চাষ করা হয়। গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয় বলে তখন সবসময় পানি সেচের প্রয়োজন নাও হতে পারে। কিন্তু ফেব্রুয়ারির শেষ সময় থেকে মে মাস পর্যন্ত খুব শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে। তখন অনেক সময় কারণ বৃষ্টিই থাকে না। উক্ত সময়ে ৫-৬ দিন অন্তর নিয়মিত পানি সেচের প্রয়োজন হয়।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

কলসি দিয়ে ড্রিপ সেচ দিন। কলসির নিচে ড্রিল মেশিন দিয়ে ছোট ছিদ্র করে তাতে পাটের আঁশ প্রবেশ করাতে হবে । কলসি মাদার মাঝখানে এমন ভাবে বসাতে হবে যেন ছিদ্র ও আঁশ মাটির নিচে থাকে। কলসির ছিদ্রের সাথে যুক্ত পাটের আঁশ আস্তে আস্তে গাছের গোঁড়ায় পানি সরবরাহ করবে। মাদা সবসময় ভিজা থাকবে ফলে লবনাক্ত পানি উপরে উঠে আসবেনা।

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮।

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : চিচিঙ্গা

আগাছার নাম : শ্যামা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে আগস্ট মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : চিচিঙ্গা

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়। মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে এর বিচরণ।

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : চিচিঙ্গা

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১

ফসল : চিচিঙ্গা

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : এপ্রিল

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি , খরিফ- ১ , খরিফ-২

দুর্যোগের নাম : খরা

দুর্যোগ পুর্বপ্রস্তুতি :

সেচ নালা, সেচ যন্ত্র প্রস্তত রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

ঝর্না/ ঝাঁঝরি দিয়ে সেচ দিন।

প্রস্তুতি : লাইনে বুনুন, যাতে জমিতে সেচের পানি সমানভাবে দেওয়া যায়। নালা তৈরি করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি, কৃষিবিদ মোঃ নজরুল ইসলাম, কৃষিবিদ ডঃ আবু ওয়ালী রাগিব হাসান, ২০১৩।

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ফসল : চিচিঙ্গা

বাংলা মাসের নাম : ফাল্গুন

ইংরেজি মাসের নাম : জুন

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি

দুর্যোগের নাম : ঝড় বৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

নিষ্কাশন নালা প্রস্তত রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

প্রস্তুতি : লাইনে বুনুন, যাতে জমিতে সেচের পানি সমানভাবে দেওয়া যায়। নালা তৈরি করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি, কৃষিবিদ মোঃ নজরুল ইসলাম, কৃষিবিদ ডঃ আবু ওয়ালী রাগিব হাসান, ২০১৩।

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮

ফসল : চিচিঙ্গা

পোকার নাম : রেড পামকিন বিটল

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : লাল, ছোট, ডিম্বাকার আকৃতির।

ক্ষতির ধরণ : পাতা ঝাঝড়া করে ফেলে। আক্রমণ বেশি হলে চারা গাছে আগা, ফুল ও কচি ফল আক্রান্ত হয়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

* ক্ষেত পরিস্কার পরচ্ছন্ন রাখা ।

* গাছের পাতার নিচ দিক দিয়ে ছাই ছিটানো ।

* পরজীবী বোলতা সংরক্ষণ করা ।

* নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন ।

অন্যান্য :

১ কেজি মেহগনি বীজ কুঁচি করে ৫ লিটার পানিতে ৪-৫ দিন ভিজিয়ে ছেঁকে ২০ গ্রাম সাবানের গ্যড়া ও ৫ গ্রাম সোহাগা মিশিয়ে ২০ মিনিট ফুটিয়ে শীতল করে ৫ গুণ পানিতে গুলে স্প্রে করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : চিচিঙ্গা

পোকার নাম : সুড়ঙ্গাকারী পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : লম্বাটে, কালচে কিংবা সাদাটে

ক্ষতির ধরণ : ছোট কীড়া পাতার সবুজ অংশ সুড়ঙ্গ করে খেয়ে সুতার মতো আঁকা বাঁকা রেখা দাগ করে ফেলে। বেশি হলে পাতা শুকিয়ে মারা যায়।

আক্রমণের পর্যায় : শীষ অবস্থা, বাড়ন্ত পর্যায়, চারা, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক সম্পর্কেবিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

পরিছন্ন চাষাবাদ করুন। নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষণ করুন। শুকনা ছাই ছিটিয়ে দিতে পারেন। আসেপাশে কুমড়াজাতীয় ফসল/পোষক গাছ থাকলে সতর্ক হোন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত পাতা তুলে নষ্ট বা পুড়িয়ে ফেলুন। হলুদ আঠালো ফাঁদ বসান।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : চিচিঙ্গা

পোকার নাম : জাব পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট

ক্ষতির ধরণ : পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়।তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায় , ফুল

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

হলুদ রং এর আঠালো ফাঁদ ব্যবহার করুন।আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক সম্পর্কেবিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

পরিছন্ন চাষাবাদ করুন। নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : চিচিঙ্গা

পোকার নাম : ফলের মাছি পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : মাঝারি সাইজের

ক্ষতির ধরণ : ১। স্ত্রী মাছি ফলের সাধারণত নিচের দিকে চামড়া/খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ডিম পাড়ে এবং (ক) পানির মতো কষ বেড় হয়, পরে শুকিয়ে বা বাদামি আঠা হয়ে জমে থাকে।(খ) এখান থেকে জীবাণু দিয়ে পচন শুরু হলে ধুসর / কালো দাগ ছড়িয়ে পড়ে। (গ) কীড়ার কালো মল দেখা যেতে পারে । (ঘ) ধীরে ধীরে ফল পচতে থাকে। (ঙ) কচি ফল লাল হয়ে ঝরে পড়ে। বাড়ন্ত ফল বিকৃতি আকার ধারণ করে।

আক্রমণের পর্যায় : চারা, ফলের বাড়ন্ত পর্যায় , ফুল

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কচি পাতা , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

পরিছন্ন চাষাবাদ করুন । ভালভাবে জমি চাষ করে পোকার ডিম, কীড়া সূর্যালোকে নষ্ট এবং পিঁপড়া ,খাদক পাখিদের খাবার সুযোগ করে দিন। নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষণ এবং স্ত্রী ফুল ফুটার আগে ফেরোমেন ফাঁদ/বিষটোপ ব্যবহার করুন।

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বিষটোপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

ফেরোমেন ফাঁদ (১০ শতাংশে ৩টি হারে) /বিষটোপ ব্যবহার করুন। ঠিক মতো আছে কি না বা সময় মতো বদলতে নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষণ করুন।

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বিষটোপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭

ফসল : চিচিঙ্গা

রোগের নাম : ডাউনি মিলডিউ রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : বয়স্ক পাতায় এ রোগ প্রথম দেখা যায়। আক্রান্ত পাতার গায়ে সাদা বা হলদে থেকে বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে অন্যান্য পাতায় ছড়িয়ে পড়ে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ রিডোমিল গোল্ড ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে যেতে পারে। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সবজি বিষাক্ত থাকবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক সম্পর্কেবিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

১. আগাম বীজ বপন করুন
২. সুষম সার ব্যবহার করুন
৩. রোগ প্রতিরোধী জাত যেমন: বারি লাউ চাষ করুন

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট করা ।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা,মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল : চিচিঙ্গা

রোগের নাম : পাতায় দাগ রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত পাতায় গায়ে হলদে থেকে বাদামী রংগের ছোট ছোট দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে একাধিক দাগ একত্রিত হয়ে বড় দাগ হয় এবং পাতায় ছড়িয়ে পড়ে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : শীষ অবস্থা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

ব্যবস্থাপনা :

কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ ডিলাইট ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে যেতে পারে। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সবজি বিষাক্ত থাকবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

১. আগাম বীজ বপন করা
২. সুষম সার ব্যবহার করা
৩. রোগ প্রতিরোধী জাত চাষ করা
৪. বিকল্প পোষক যেমন: আগাছা পরিস্কার রাখা
৫. আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ না করা।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা,মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল : চিচিঙ্গা

রোগের নাম : চিচিঙ্গার পাতা কুঁকড়ানো রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : এ রোগ হলে পাতা কুঁকড়ে যায় এবং পাতা আকারে ছোট হয়ে যায়। পাতা হলদেটে দেখা যায়। বয়স্ক পাতা শক্ত ও মচমচে হয় এবং গাছ খাটো হয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

বাহক পোকা দমনের জন্য ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মি.লি. ২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে।
ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক সম্পর্কেবিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

১. আগাছা পরিস্কার করুন
২. রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করুন;
৩. দেশী জাতের চিচিঙ্গা চাষ করা যেতে পারে;
৪. শস্য পর্যায় অনুসরণ করা।

অন্যান্য :

জমি থেকে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা/ডাল কেটে দেয়া

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা,মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল : চিচিঙ্গা

ফসল তোলা : চারা গজানোর ৬০-৭০ দিন পর চিচিঙ্গার গাছ ফল দিতে থাকে। স্ত্রীফুলের পরাগায়নের ১০-১৩ দিনের মধ্যে ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয়। ফল আহরণ একবার শুরু হলে তা দুই আড়াই মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ফসল : চিচিঙ্গা

বীজ উৎপাদন :

বীজ উৎপাদনের জন্য জমির সবগুলো গাছের মধ্যে গাছের সতেজতা, ফলন ক্ষমতা এবং সুস্থতা দেখে কয়েকটি নির্দিষ্ট গাছ নির্বাচন করে তাতে নিয়ন্ত্রিত পরাগায়ন করতে হবে। অর্থাৎ নির্বাচিত গাছগুলোর মধ্যে একই গাছের পুরুষ ফুল দিয়ে একই গাছের স্ত্রী ফুল অথবা একই জাতের এক গাছে পুরুষ ফুল দিয়ে অন্য গাছের স্ত্রী ফুল পরাগায়ন করতে হবে। ফলের খোসা শুকিয়ে যাবে এবং শক্ত হয়ে যাবে এমন অবস্থায় বীজের জন্য ফল সংগ্রহ করতে হবে। পাকা ফল সংগ্রহের পর চিরে বীজ বের করে পানিতে ধুয়ে শুকাতে হয়।

বীজ সংরক্ষণ:

ঠান্ডা ও বাতাস চলাচল করা জায়গাতে ফল ঘষা বা চাপ খায় না এমন ভাবে সংরক্ষণ করুন। বীজ বেশিদিন সংরক্ষণ করতে চাইলে নিমের তেল মিশিয়ে রাখতে পারেন। কিছুদিন পর পর বীজ হালকা রোদে শুকিয়ে নিবেন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ২৭/১০/২০১৮।

শাক সবজি চাষ,মৃত্যুঞ্জয় রায়, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, অনিন্দ্য প্রকাশ।

বসতবাড়ির আশে-পাশে সবজি ও ফলের চাষ,মোঃ জামিউল ইসলাম, মার্চ, ২০০৭।

ফসল : চিচিঙ্গা

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
১। বিএডিসি ও সরকারি অনুমোদিত সকল বীজ ডিলার।

২। বিশ্বস্ত বীজ উৎপাদনকারী চাষী।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

সার ডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

যন্ত্রের নাম : কোদাল

ফসল : চিচিঙ্গা

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

আইল ছাঁটা, সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি। কম জমির জন্য ফসল তোলা ও পরিচর্যায় ব্যবহার হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ারি,২০১৮।

যন্ত্রের নাম : মই

ফসল : চিচিঙ্গা

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

কায়িক শ্রম

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

জমি চাষে ব্যবহার করা হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ারি,২০১৮।

ফসল : চিচিঙ্গা

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

বাঁশের ঝুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ভ্যান,ট্রলি, পিকাপ ট্রাক,লঞ্চ, শীতাতপ কাভার্ড ভ্যান,কার্গো বিমানে।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

বাঁশের ঝুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে স্থানীয় হাট বাজারে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

গ্রেডিং/ বাছায়ের পরে প্যাকেটজাত করে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর, ২০১৭।